ত্রিবেদীয় তর্পণবিধি

সাধারণ নিত্যতর্পণ, বৈষ্ণব ও শাক্ততর্পণ,
প্রেত-তর্পণ, স্ত্রীলোকের তর্পণ ও মহালয়া এবং বিধিক
তর্পণের অনুবাদ সহ।

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

ও

শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচীপত্র

সাধারণ তর্পণবিধি

আচমন—দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া একটিমাত্র মাষকলাই ডুবিতে পারে, এইরূপ জল লইয়া তিনবার মন্ত্র পাঠপূর্বক তিনবার পান করিবেন। যথা—ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণু।

শূদ্রপক্ষে আচমন—উপরোক্তভাবে জল গ্রহণ করিয়া তিনবার পান করিবেন ও মন্ত্র পাঠ করিবেন—নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ।

বিষ্ণুস্মরণ (ব্রাহ্মণ পক্ষে)—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।। ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্য্যেষু মাধবম্।। ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণু॥"

বিষ্ণুস্মরণ (শূদ্রপক্ষে)—"নমো অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সবাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ।। নমো মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্য্যেষু মাধবম্॥ নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ।।"

বৈষ্ণবাচমন

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে জলগণ্ডুষ লইয়া তিনবার মন্ত্র বলিয়া তিনবার পান করিবেন। যথা—"ওঁ কেশবায় নমঃ। ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ মাধবায় নমঃ।" তারপর দু'টি মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" তারপর হাত ধুইয়া—"ওঁ মধুসূদনায় নমঃ। ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।" এই মন্ত্রে দু'টি ওষ্ঠ মার্জন— ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে উভয়পদে জলক্ষেপণ করিবেন। তৎপরে—"ওঁ দামোদরায় নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে মস্তকে জলপ্রোক্ষণ

পূর্বক—"ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ" মন্ত্রে মুখস্পর্শ; "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ নাসা, এবং "ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ" মন্ত্রে বাম নাসা স্পর্শ করিবেন। "ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ"—এই দু'টি মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র স্পর্শ করিবেন। "ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ"—এই দু'টি মন্ত্র পাঠপূর্বক যথাক্রমে দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণ স্পর্শ করিয়া—"ওঁ অচ্যুতায় নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠান্তে নাভিদেশ স্পর্শ করিবেন। তারপর—"ওঁ জনার্দনায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হৃদয় স্পর্শপূর্বক—" ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে মস্তক স্পর্শ করিবেন। পরে—"ওঁ হরয়ে নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল এবং "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ"— এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবেন।

বৈষ্ণব তিলকধারণ মন্ত্র

বৈষ্ণবগণের তিলকধারণ সময়ে যে যে স্থানে তিলক ধারণ করা কর্তব্য, তাহার প্রতিটি স্থানেই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং সেই সেই দেবতার ধ্যানপূর্বক তিলক ধারণ করিবেন। তিলকধারণের স্থানগুলি যথাক্রমে ললাটে—" ওঁ নমো কেশবায় নমঃ।" উদরে—"ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।" বক্ষস্থলে—"ওঁ নমো মাধবায় নমঃ।" কণ্ঠে—"ওঁ নমো গোবিন্দায় নমঃ।" দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ "নমো বিষ্ণবে নমঃ।" দক্ষিণ বাহুতে—"ওঁ নমো মধুসূদনায় নমঃ।" দক্ষিণ স্কন্ধে—" ওঁ নমো ত্রিবিক্রমায় নমঃ।" বামপার্শ্বে—"ওঁ নমো বামনায় নমঃ।" বামবাহুতে—"ওঁ নমো শ্রীধরায় নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ওঁ নমো হৃষীকেশায় নমঃ।" পৃষ্ঠদেশে—"ওঁ নমো পদ্মনাভায় নমঃ।" কটিদেশে (কোমরে)—"ওঁ নমো দামোদরায় নমঃ।" বলিবেন। তারপর হস্ত প্রক্ষালনপূর্বক হস্ত প্রক্ষালিত জল—"ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে মস্তকে ধারণ করিবেন।

শাক্তগণের তিলকধারণ

শাক্তগণ কুঙ্কুম অথবা রক্তচন্দন দ্বারা কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখা অঙ্কন করিয়া সকলের উপরের রেখায় একটি সিন্দুর বিন্দু দিবার সময় একবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন এবং তাহার মধ্যে ইষ্টমন্ত্র এমনভাবে লিখিবেন, যেন উহা অন্য কেহ পড়িতে না পারে। তাহার পর বক্ষদেশে পদ্মের ন্যায় তিলক অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে 'ক্রীং' বীজ লিখিবেন। পরে অন্যান্য নির্দিষ্টস্থানে কুঙ্কুম অথবা রক্তচন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন।

তর্পণকালে শাস্ত্রোক্ত দৈবাদি তীর্থ

১। দৈবতীর্থ—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলে।

২। কায়তীর্থ বা প্রজাপতি তীর্থ—দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠার মূলদেশকে কায়তীর্থ বা প্রজাপতি তীর্থ বলে।

৩। পিতৃতীর্থ—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ বলে।

৪। ব্রাহ্মতীর্থ—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে।

তর্পণকালে যজ্ঞসূত্র (পৈতা) বা উত্তরীয় ধারণের নিয়ম

১। উপবীতী—যজ্ঞসূত্র অথবা উত্তরীয়কে (চাদরকে) যথানিয়মে অর্থাৎ বামস্কন্ধে রাখাকেই উপবীতী বলে।

২। প্রাচীনাবীতী—যজ্ঞসূত্র অথবা উত্তরীয়কে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে রাখকেই প্রাচীনাবীতী বলে।

৩। নিবীতী—যজ্ঞসূত্র অথবা উত্তরীয়কে মালার ন্যায় গলায় ধারণ করাকে নিবীতী বলে।

মহালয়া তর্পণবিধি

জলদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করাকেই তর্পণ বলা হয়। তাঁহারা হয়ত ইহলোকে নাই, অর্থাৎ জীবিত নহেন। তবুও তাঁদের তৃপ্তি লাভার্থে তর্পণের মাধ্যমে জল দান করিতে হয়। কারণ দেহের বিনাশ হইলেও অর্থাৎ দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও আত্মা অবিনশ্বর, কাজেই আত্মার বিনাশ নাই। এতন্নিমিত্ত আমাদের মৃত পিতৃগণের দেহে যে আত্মা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি এইক্ষণে যে শরীরেই অবস্থান করুন না কেন, সেই শরীরেই শাস্ত্রোক্ত জলদান ক্রিয়া অর্থাৎ তর্পণ ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদির দ্বারা তিনি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে জল এবং দ্রব্যদ্বারা তর্পণ করা হয়, সেই জলের এবং শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের পরমাণু, অর্থাৎ সূক্ষ্মতম অংশ মন্ত্রশক্তিতে তাঁহার বর্তমান দেহের ভক্ষ্যবস্তুর পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। তর্পণ সাধারণতঃ দুই প্রকার। যেমন—১। প্রধান এবং ২। অঙ্গতর্পণ।

১। **প্রধান তর্পণ**—সন্ধ্যা আহ্নিকের ন্যায় প্রতিদিন পিতৃযজ্ঞস্বরূপ যে তর্পণের বিধান আছে, তাহাই প্রধান তর্পণ।

২। **অঙ্গ-তর্পণ**—স্নানাদি কর্মে যে তর্পণ করার বিধান শাস্ত্রে আছে, তাহার নাম অঙ্গ-তর্পণ।

এছাড়া নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে অন্যান্য কর্মগুলির ন্যায় স্নান তিনপ্রকার; অতএব তর্পণ তিনপ্রকার। স্নানাঙ্গ তর্পণ অর্থাৎ স্নানান্তে তর্পণ করিলে আর নিত্য তর্পণ করিতে হয় না। কিন্তু একই দিনে বহু তীর্থে বা গ্রহণাদি কারণে অনেকবার স্নান করিলে, প্রতিবার স্নানের পরেই তর্পণ করিতে হয়। যাঁহাদের পিতা জীবিত আছেন, তাঁহারা এবং স্ত্রীলোকগণ তর্পণ করিবেন না, অর্থাৎ তর্পণে তাঁহাদের

অধিকার নাই। কিন্তু বিধবা নারী পুত্র-পৌত্রাদির অভাবে স্বামী, শ্বশুর, শ্বশুরের পিতা—এই তিন পুরুষের তর্পণ করিতে পারেন। যদি নিত্য তর্পণে অসুবিধা থাকে বা অসমর্থ হন, তাহা হইলে অন্ততঃ পিতৃপক্ষে তর্পণ করিতে হয়। সম্পূর্ণ পিতৃপক্ষে পক্ষকাল যাবৎ তর্পণ করিতে না পারিলে, পিতৃপক্ষের শেষদিবসে অর্থাৎ মহালয়ার দিন অবশ্যই তর্পণ করিবেন। দেহ অশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ তর্পণ সময়কালীন যদি জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হয় এবং স্ত্রীলোকদের দেহ অশুদ্ধ হইলে, এই অর্পণ করিবেন না—ইহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। তাঁহাদের প্রেত-তর্পণেই অধিকার আছে।

স্নানাঙ্গ তর্পণ স্নানের পরেই করিতে হয়। সামবেদীয়গণ মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায়, সূর্যোপস্থানের পরে এবং ঋগ্বেদীয় ও যজুর্বেদীয়গণ সূর্য্যার্ঘ্য দানের পর ঐ তর্পণ করিবেন। বৃষ্টিপাতের জল মিশ্রিত জলে তর্পণ নিষিদ্ধ। নদী প্রভৃতি কোন জলাশয়ে তর্পণকালীন যদি বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে ছত্র (ছাতা) ব্যবহার করিবেন। নদী বা কোন জলাশয়ে তর্পণ করিলে বামহস্তের লোমশূন্য স্থানে বস্ত্রের উপর তিল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অথবা কেবল অঙ্গুষ্ঠ বা শুধুমাত্র তর্জনী দ্বারা তিল গ্রহণ করিবেন। পরিধেয় বস্ত্রে তিল রাখিবেন না, ইহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। বামহস্তে মৃত্তিকা লেপন করিয়া তদুপরি তিল রাখিতে পারা যায়। অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও ঋষিতর্পণ করিবেন। কোশা বা কুশী ৮ আঙুলের কম হইলে ব্যবহার নিষিদ্ধ। উভয়হস্তের অনামিকায় কুশের অঙ্গুরীয় ধারণ করিতে হয়। দক্ষিণহস্তের তর্জনীতে স্বর্ণ অথবা রূপার অঙ্গুরীয় ধারণ কর্তব্য। অভাবে কুশাঙ্গুরীয়তেই কাজ চলিবে।

ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রের আদিতে "ওঁ" উচ্চারণ করিবেন এবং অন্যান্য সকলে "নমঃ" বলিবেন। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা করিতে অসমর্থ হইলে, কর্মারম্ভের আগে ১০ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া তর্পণ করিবেন।

শূদ্রগণ ১০ বার "শ্রীবিষ্ণুঃ" মন্ত্র জপ করিয়া তারপর তর্পণ করিবেন।

স্নানের পর পূর্বমুখে সর্বসাধারণ মানুষ নদীতে বা কোন জলাশয়ে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া (ব্রাহ্মণগণ উপবীত হইয়া অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত যেমন বামস্কন্ধে থাকে, সেইরূপ অবস্থায়) তিলকাদি ধারণ করিবেন।

তিলকধারণ মন্ত্র

"ওঁ (নমঃ) কেশবানন্ত গোবিন্দ, বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদ তু॥"

চন্দন তিলকধারণ মন্ত্র

"ওঁ (নমঃ) কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌম্যং,
সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥"

শিখাবন্ধন মন্ত্র

তিলক ধারণ করিবার পর ব্রাহ্মণগণ বৈদিক গায়ত্রী পাঠপূর্বক শিখাবন্ধন করিবেন।

স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধন মন্ত্র—

"নমঃ ব্রহ্মবাণী সহস্রানি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেন শিখাবন্ধং করোম্যহম্॥"

শিখাবন্ধনের পর কোন কারণে দেহ অশুদ্ধ হইলে, মন্ত্র পাঠপূর্বক শিখামোচন করিয়া পুনরায় শিখাবন্ধন করিবেন।

স্ত্রী ও শূদ্রগণ "ওঁ" মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন না।

শিখামোচন মন্ত্র

"ওঁ (নমঃ) গচ্ছন্তু সকলা দেবাঃ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠন্ত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥"

আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ

শিখাবন্ধনাদি করিয়া কুশাঙ্গুরীয় ধারণপূর্বক দুইবার আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কার্য্য করিবেন। ব্রাহ্মণগণ গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে মাষমগ্ন পরিমাণ জল লইয়া তিনবার পান করিবেন এবং তিনবার মন্ত্র বলিবেন—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।"

অতঃপর করযোড়ে বিষ্ণুস্মরণ করিবেন। যথা—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।"

শূদ্রের আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ

শূদ্রগণ বা অনুপনীত ব্রাহ্মণগণ—নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ" বলিয়া তিনবিন্দু জলপানপূর্বক করযোড়ে বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

যথা—"নমঃ অপবিত্র পবিত্রো বা, সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সবাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥
নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ॥"

অতঃপর তীর্থ আবাহন করিবেন।

তীর্থ আবাহন মন্ত্র

ব্রাহ্মণগণ প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া দক্ষিণাভিমুখে করযোড়ে নিম্নমন্ত্রে তীর্থাবাহন করিবেন। শূদ্রগণ ঐভাবে দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ (নমঃ) কুরুক্ষেত্র গয়া-গঙ্গা-প্রভাস পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবন্তিহ।।"

দেবতর্পণ

তীর্থাবাহনের পর প্রথমে দেবতর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ উপবীতি

অর্থাৎ বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া অন্বারব্ধ চিৎহস্ত ও বামহস্তের অঞ্জলীবদ্ধ অবস্থায় দৈবতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুলীসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা নিম্নমন্ত্রে প্রত্যেককে যবসহ এক এক অঞ্জলি জল দিবেন। ব্রাহ্মণপক্ষে মন্ত্র, যথা—

(১) ওঁ ব্রহ্মাস্তৃপ্যতাম্। (২) ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্।
(৩) ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাম্। (৪) ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাম্।

ঋগ্বেদীয় ও যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ এবং শূদ্রগণ নিম্নমন্ত্রে এক এক অঞ্জলি স-যব জল দিবেন। যথা—

(১) ওঁ (নমঃ) ব্রহ্মাস্তৃপ্যতু। (২) ওঁ (নমঃ) বিষ্ণুস্তৃপ্যতু।
(৩) ওঁ (নমঃ) রুদ্রস্তৃপ্যতু। (৪) ওঁ (নমঃ) প্রজাপতি স্তৃপ্যতু॥"

অতঃপর পুনরায় ঐভাবে এক অঞ্জলি জল লইয়া সর্ববেদীয়গণ নিম্নমন্ত্র পাঠান্তে যবসহ দিবেন। যথা—

"ওঁ (নমঃ) দেবা যক্ষাস্তথা নাগাঃ,
গন্ধর্ব্বাপ্সরাসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ, তরবো জিহ্মগা খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।
তেষাঃ আপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া॥"

বিঃ দ্রঃ—শূদ্রগণ দেবতর্পণের পূর্বে সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

অস্যার্থ—দেব, যক্ষ, নাগগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, অসুরগণ, ক্রূরস্বভাব জন্তু, সর্প, সুপর্ণ অর্থাৎ গরুড়জাতীয় পক্ষী, বৃক্ষসকল, সরীসৃপ, সাধারণ পক্ষী, বিদ্যাধরগণ (দেবযোনি বিশেষ কিন্নর), জলচর, খেচর, নিরাহারী (ভূতাদি) এবং পাপকার্যে ও ধর্মকার্যে রত যত জীবগণ আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি এই জলদান করিতেছি।

মনুষ্য তর্পণ

দেবতর্পণের পরে দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ ডানদিক দিয়া ঘুরিয়া, সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ উত্তর-পশ্চিম মুখে অর্থাৎ বায়ুকোণে নিবীতি হইয়া অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় গলায় ঝুলাইয়া, ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি স-যব জল দিবেন।

ঋগ্বেদীয় ও যজুর্বেদীয় এবং শূদ্রগণ উত্তরমুখে বসিয়া যজ্ঞোপবীত বা উত্তরীয় মালার মত গলায় ঝুলাইয়া, দুই অঞ্জলি স-যব জল ক্রোড়াভিমুখে দিবেন। মন্ত্র, যথা—

"ওঁ নমঃ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতন।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চ শিখস্তথা।
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।।"

অস্যার্থ—সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখা প্রভৃতি সকলে আমার প্রদত্ত এই জলে তৃপ্তিলাভ করুন।

ঋষি তর্পণ

অতঃপর দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ ডানদিক দিয়া ঘুরিয়া পুনরায় পূর্বদিকে মুখ করিয়া উপবীতি অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধে রাখিয়া দেবতীর্থে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি স-যব জল দিবেন।

যজুর্বেদীয়, ঋগ্বেদীয় এবং শূদ্রগণ উত্তরমুখে বসিয়া যজ্ঞোপবীত বা উত্তরীয় বামস্কন্ধে রাখিয়া দৈবতীর্থ অর্থাৎ অঞ্জলিবদ্ধ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি স-যব জল দিবেন। মন্ত্র, যথা—

(১) ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাম্। (২) ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাম্।
(৩) ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাম্। (৪) ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্।
(৫) ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাম্। (৬) ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাম্।

(৭) ওঁ পুলস্তস্তৃপ্যতাম্। (৮) ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাম্।
(৯) ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাম্। (১০) ওঁ নারদস্তৃপ্যতাম্।
(১১) ওঁ দেবাস্তৃপ্যতাম্। (১২) ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যতাম্।

যজুর্বেদীয়, ঋগ্‌বেদীয় এবং শূদ্রগণ পক্ষে—

(১) ওঁ (নমঃ) মরীচিস্তৃপ্যতু। (২) ওঁ (নমঃ) অঙ্গিরা তৃপ্যতু।
(৩) ওঁ (নমঃ) পুলহ তৃপ্যতু। (৪) ওঁ (নমঃ) প্রচেতা তৃপ্যতু।
(৫) ওঁ (নমঃ) ভৃগু তৃপ্যতু। (৬) ওঁ (নমঃ) অত্রি তৃপ্যতু।
(৭) ওঁ (নমঃ) পুলস্ত তৃপ্যতু। (৮) ওঁ (নমঃ) ক্রতু তৃপ্যতু।
(৯) ওঁ (নমঃ) বশিষ্ঠ তৃপ্যতু। (১০) ওঁ (নমঃ) নারদ তৃপ্যতু।
(১১) ওঁ (নমঃ) দেবা তৃপ্যতু। (১২) ওঁ (নমঃ) ব্রহ্মর্ষয় তৃপ্যতু।

দিব্য পিতৃতর্পণ

এবার বামাবর্তে অর্থাৎ বামদিক দিয়া ঘুরিয়া দক্ষিণমুখে ও প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধে রাখিয়া নিম্নলিখিত সাতটি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যস্থান বা মূলদেশ দ্বারা প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবেন।

সামবেদীয় পক্ষে

১। ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং (গঙ্গাজল হইলে সতিলগঙ্গোদকং) তেভ্যঃ স্বধাঃ।

এইরূপ সর্বত্র বলিবেন।

২। ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ।
৩। ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ।
৪। ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ।
৫। ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ।
৬। ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ।

৭। ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধাঃ।

যজুর্বেদীয়, ঋগ্‌বেদীয় শূদ্রগণ স্থলে—

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্ত এতৎ সতিলগঙ্গোদকং (সাধারণ জল হইলে, সতিলোদকং) তেভ্যঃ স্বধাঃ। এইরূপ সর্বত্র বলিবেন

যম-তর্পণ

দিব্য পিতৃতর্পণের পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া অর্থাৎ ত্রিবেদীয় ব্রাহ্মণগণ প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া, শূদ্রগণ দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া নিম্নমন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল পিতৃতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মূলদেশ দ্বারা দিবেন। মন্ত্র, যথা—

"ওঁ (নমঃ) যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবেচান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায়, সর্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔডুম্বরায় দধ্নায়, নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায়, চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

ভীষ্ম-তর্পণ

ত্রিবেদীয় ব্রাহ্মণগণ পিতৃতর্পণের পরে ভীষ্মতর্পণ করিবেন এবং শূদ্রগণ পিতৃতর্পণের পূর্বে এই তর্পণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—

"ওঁ নমঃ বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥"

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক এক অঞ্জলি সতিল জল বা সতিল গঙ্গাজল দিয়া প্রার্থনা করিবেন। যথা—

"ওঁ (নমঃ) ভীষ্মঃ শান্ত নবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্র পৌত্র চিতাং ক্রিয়াম্॥"

অস্যার্থ—যাঁহার গোত্র বৈয়াঘ্রপদ্য, সাঙ্কৃতি যাঁহার প্রবর, সেই

অপুত্রক ভীষ্মবর্মাকে আমি এই সতিল জল (বা সতিল গঙ্গাজল) দিতেছি। শান্তনুনন্দন বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মবর্মা এই জল দ্বারা পুত্র-পৌত্রাচিত তর্পণাদি ক্রিয়াজনিত তৃপ্তিলাভ করুন।

পিতৃ-আবাহন

তৎপরে তর্পণ সমাপ্তি পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, শূদ্রগণ দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া ভক্তিপূর্বক পিতৃগণের আবাহন করিবেন। মন্ত্র, যথা—

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্নন্তপোঽঞ্জলিম্।

(গৃহ্নন্তু অপঃ অঞ্জলিং—পাঠান্তর)।

অস্যার্থ—হে আমার পিতৃগণ অর্থাৎ পূর্বপুরুষগণ ! আসুন, এই জলাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

যজুর্বেদীয় ও শূদ্রগণ পক্ষে—"ওঁ (নমঃ) পিতৃ ণ্ আবাহয়িষ্যে।" "ওঁ আবাহয়।" (ইতি প্রতিবচন)।

অতঃপর নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক আবাহন করিবেন। যথা—

"ওঁ (নমঃ) উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আবহ পিতৃ ণ্ হবিষেঽত্তবে। ওঁ (নমঃ) আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যা সোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ॥ অস্মিন্ স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রুবন্তুতে আবন্ত্বস্মান্। ওঁ (নমঃ) আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিম্॥"

পিতৃতর্পণ

আবাহনের পরে পিতৃতীর্থযোগে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যপ্রদেশের দ্বারা নিম্নলিখিত প্রকারে গোত্র, সম্বন্ধ এবং নাম উল্লেখ পূর্বক ভক্তিভাবে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী—এই নয়জনের প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি করিয়া সতিল জল দিবেন, মন্ত্রও তিনবার

পাঠ করিবেন। এইভাবে সতিল জলাঞ্জলি প্রদান করিবেন। গঙ্গাজলে তর্পণ করিলে তাহার উল্লেখ করিবেন।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণপক্ষে

বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্মণ্ তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং (গঙ্গাজল হইলে, সতিলগঙ্গোদকং) তস্মৈ স্বধা।

বিষ্ণুরোম্	ইত্যাদি	অমুকগোত্রঃ	পিতামহ	ইত্যাদি
,,	,,	,,	প্রপিতামহ	,,
,,	,,	,,	মাতামহ	,,
,,	,,	,,	প্রমাতামহ	,,
,,	,,	,,	বৃদ্ধপ্রমাতামহ	,,

,, ,, অমুকগোত্রাঃ মাতা অমুকীদেবী সতিলোদকং (গঙ্গাজল হইলে, সতিলগঙ্গোদকং) তস্মৈ স্বধা।

এইক্রমে—	অমুকগোত্রাঃ	পিতামহী	ইত্যাদি
	অমুকগোত্রাঃ	প্রপিতামহী	,,
	অমুকগোত্রাঃ	মাতামহী	,,
	অমুকগোত্রাঃ	প্রমাতামহী	,,
	অমুকগোত্রাঃ	বৃদ্ধাপ্রমাতামহী	,,

বিঃ দ্রঃ—উপরিলিখিত দ্বাদশজনের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার ঊর্ধতন ব্যক্তিকে ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে হয়।

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণপক্ষে

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্মণ্ তৃপ্যস্ব এতত্তে সতিলোদকং (গঙ্গাজল হইলে, সতিলগঙ্গোদকং) তুভ্যং স্বধা।

এইক্রমে—অমুকগোত্রঃ পিতামহ অমুকদেবশর্মণ্ ইত্যাদি

অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহ ,, ,,

অমুকগোত্রঃ মাতামহ	,,	,,	
অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহ	,,	,,	
অমুকগোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহ	,,	,,	

মাতৃপক্ষের মন্ত্র, যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রা মাতঃ অমুকীদেবী তৃপ্যস্ব এতত্তে সতিলোদকং (গঙ্গাজল হইলে সতিলগঙ্গোদকং) তুভ্যং স্বধা।

এইক্রমে—

অমুকগোত্রা	পিতামহী	অমুকীদেবী	তৃপ্যস্ব	ইত্যাদি
অমুকগোত্রা	প্রপিতামহী	,,	,,	,,
অমুকগোত্রা	মাতামহী	,,	,,	,,
অমুকগোত্রা	প্রমাতামহী	,,	,,	,,
অমুকগোত্রা	বৃদ্ধপ্রমাতামহী	,,	,,	,,

ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণপক্ষে

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং (গঙ্গাজল হইলে, সতিলগঙ্গোদকং) তস্মৈ স্বধা নমঃ।

এইক্রমে—

অমুকগোত্রং পিতামহং অমুকদেবশর্মাণং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রং প্রপিতামহং অমুকদেবশর্মাণং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রং মাতামহং অমুকদেবশর্মাণং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রং প্রমাতামহং অমুকদেবশর্মাণং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রং বৃদ্ধপ্রমাতামহং অমুকদেবশর্মাণং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকীদেবীং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাং পিতামহীং অমুকীদেবীং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাং প্রপিতামহীং অমুকীদেবীং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাং মতামহীং অমুকদেবীং ইত্যাদি।

অমুকগোত্রাং প্রমাতামহীং অমুকদেবীং ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাং বৃদ্ধপ্রমাতামহীং অমুকীদেবীং ইত্যাদি।

শূদ্রপক্ষে

বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রঃ পিতঃ অমুক (পদবীযুক্ত) দাস তৃপ্যস্ব এতৎ সতিলোদকং (গঙ্গাজল হইলে, সতিলগঙ্গোদকং) তুভ্যং নমঃ।

এইক্রমে—

অমুকগোত্রঃ পিতামহ অমুক ইত্যাদি।
অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহ অমুক ইত্যাদি।
অমুকগোত্রঃ মাতামহ অমুক ইত্যাদি।
অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহ অমুক ইত্যাদি।
অমুকগোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক ইত্যাদি।
অমুকগোত্রা মাতঃ অমুকী (পদবী) দাসী ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাঃ পিতামহী অমুকী (পদবী) দাসী ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাঃ প্রপিতামহী অমুকী (পদবী) দাসী ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাঃ মাতামহী অমুকী (পদবী) দাসী ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাঃ প্রমাতামহী অমুকী (পদবী) দাসী ইত্যাদি।
অমুকগোত্রাঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকী (পদবী) দাসী ইত্যাদি।

মাতামহী হইতে বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্যন্ত প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবেন। পরে অন্যান্যকে, যথা—বিমাতা, ভ্রাতা, জ্যেঠা, জ্যেঠাইমা, খুড়া, খুড়ী ইত্যাদিকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবেন।

বিঃ দ্রঃ—ব্রাহ্মণগণ পিতৃতর্পণের পরে এইস্থানে ভীষ্মতর্পণ করিবেন। পূর্বেই তাহা দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক ব্রাহ্মণাদি সকলেই তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবেন। অসামর্থে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবেন। মন্ত্র, যথা—

অগ্নিদগ্ধাদির তর্পণ

"ওঁ (নমঃ) অগ্নিদগ্ধশ্চ যে জীবাঃ যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥"

অস্যার্থ—আমার বংশে যে সকল জীব অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহাদের দাহাদি সংস্কার হইয়াছে এবং যাঁহারা দগ্ধ হন নাই, অর্থাৎ কেহই তাঁহাদের দাহাদি সংস্কার কার্য করে নাই। তাঁহারা আমার এই জল গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হউন এবং তৃপ্তিলাভ করিয়া পরাগতি অর্থাৎ উত্তমস্থান (স্বর্গ) লাভ করুন।

"ওঁ (নমঃ) যে বান্ধবাঽবান্ধবা বা, যেঽন্য জন্মনিবান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিং অখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয় কাঙ্খিনঃ॥"

অস্যার্থ—যাঁহারা আমাদের বন্ধু ছিলেন এবং যাঁহারা বন্ধু নহেন, যাঁহারা জন্ম-জন্মান্তরে আমাদের বন্ধু ছিলেন এবং যাঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে জলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তিলাভ করুন।

রাম-তর্পণ

যদি কেহ সম্পূর্ণ তর্পণ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে এই তর্পণ করিবেন। এই তর্পণটি করিলে সম্পূর্ণ তর্পণের ফললাভ হইয়া থাকে। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র সময়াভাবে এই তর্পণ করিতেন। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের এই মত ও পথানুসারে এই তর্পণটি সর্ব তর্পণের সম্পূর্ণ ফলদায়ক।

নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক তিন অঞ্জলি সতিল জল অথবা গঙ্গাজল হইলে সতিল গঙ্গাজল দ্বারা দক্ষিণমুখে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া, শূদ্রগণ দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণপূর্বক পিতৃতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যপ্রদেশ দ্বারা তিন অঞ্জলি জল মন্ত্র পাঠপূর্বক দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ (নমঃ) আ-ব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা
দেবর্ষি-পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃ-মাতামহোদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনাম্।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥"

অস্যার্থ—ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক রহিয়াছে, ত্রিলোকের যক্ষ-নাগাদি জীবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাদি ঋষিগণ, দিব্যাদি সমস্ত পিতৃগণ অর্থাৎ অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, সনক-সনন্দাদি মনুষ্যগণ, পিতৃ-পিতামহাদি এবং মাতামহাদি সকলে তৃপ্ত হউন। কেবলমাত্র আমার এক জন্মের নহে এবং শুধু আমারই নহে, আমার বহুকোটি কুল, যা বহু জন্মান্তরে গত হইয়াছেন, সেই সেই সমস্ত কুলের পিতৃ-পিতামহাদি এবং সপ্তদ্বীপ নিবাসী অর্থাৎ জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর প্রভৃতি সপ্তবিধ দ্বীপবাসী মানবগণের পিতৃ-পিতামহাদি ও ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাদিসমূহ আমার প্রদত্ত এই জলে সকলে তৃপ্তিলাভ করুন।

লক্ষ্মণ-তর্পণ

যদি কেহ রাম-তর্পণেও অসামর্থ হন, তাহা হইলে এই লক্ষ্মণ-তর্পণ করিবেন। ইহাতেই সমস্ত ফলোদয় হইবে। কারণ বনবাস-কালীন রামচন্দ্র এবং সীতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকায়, সময়ের অভাব হেতু লক্ষ্মণ এই তর্পণ করিতেন। এই তর্পণও দক্ষিণমুখে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া এবং শূদ্রগণ দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া, তিন অঞ্জলি সতিল জল বা সতিল গঙ্গাজল মন্ত্র পাঠপূর্বক পিতৃতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যপ্রদেশ দ্বারা তিনবার মন্ত্র পাঠপূর্বক তিনবার দিবেন। মন্ত্র, যথা—

"ওঁ (নমঃ) আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।"

অর্থাৎ—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎ অর্থাৎ জগতের স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলেই আমার এই জলে তৃপ্তিলাভ করুন।

বস্ত্র নিস্পীড়নোদক

তর্পণান্তে পরিধেয় বস্ত্রের জল পায়ে দিবেন না। কারণ বস্ত্র নিংড়ানো জলে যাঁহাদের কেহ কোথাও নাই, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবহীন তাঁহাদের তর্পণ করিতে হয়। নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক তীরে উঠিয়া, স্থলে মাত্র একবার বস্ত্র-নিংড়ানো জল পিতৃতীর্থে দিবেন। মন্ত্র, যথা—

"ওঁ (নমঃ) যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রি নো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদকং॥"

অর্থাৎ—যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রাদিহীন এবং বংশহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার প্রদত্ত এই বস্ত্র-নিংড়ানো জলে তৃপ্তিলাভ করুন। অতঃপর পিতৃস্তুতি পাঠ করিবেন।

পিতৃস্তুতি

"ওঁ (নমঃ) পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতি-মাপন্নে, প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥"

অর্থাৎ—পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা, অর্থাৎ পিতার সেবা করাই তপস্যা। অতএব পিতা প্রসন্ন হইলে সমস্ত দেবতাগণই প্রীতিলাভ করেন।

পিতৃ প্রণাম

"ওঁ (নমঃ) পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ,
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।

প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং,
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥"

অর্থাৎ—যাঁহারা স্বর্গে দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধান্নভোজন করেন, অভীষ্ট ফললাভের কামনা করিলে যাঁহারা সর্বপ্রকার ফল প্রদান করিতে সমর্থ, এবং কোন ফলের কামনা না করিলেও যাঁহারা মুক্তি প্রদান করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি।

অতঃপর মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবেন।

মাতৃ প্রণাম

"ওঁ (নমঃ) ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী॥"

অর্থাৎ—ভূমি অর্থাৎ এই পৃথিবী হইতেও গরীয়সী হইলেন মাতা এবং স্বর্গ হইতেও উচ্চতর হইলেন পিতা। অতএব জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ গরীয়সী। অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য মন্ত্র

(সাম ও ঋগ্বেদীয়)—

"ওঁ (নমঃ) বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥"

অস্যার্থ—হে পরম ব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব! আপনি তেজস্বী, দীপ্তিমান, বিশ্বব্যাপী তেজের আধারস্বরূপ এই জগতের কর্তা, পবিত্র কর্মসমূহের প্রবর্তক। আপনাকে এই অর্ঘ্য দান করিতেছি, গ্রহণ করুন।

(যজুর্বেদীয় ও শূদ্রগণের)—

"ওঁ (নমঃ) এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্ত্যাং গৃহানার্ঘ্যং দিবাকরম্॥
এষোঽর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥"

অস্যার্থ—হে সহস্র কিরণশালী তেজোরাশিযুক্ত জগৎপতি আদিত্য দেব! আমি আপনার ভক্ত। আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন অর্থাৎ কৃপা করুন। আপনি আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আমার প্রতি কৃপা করুন।

সূর্য্যপ্রণাম

সাম, যজু ও ঋগ্বেদীয় সমস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং স্ত্রী ও শূদ্র নির্বিশেষে এই মন্ত্র পাঠপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—

"ওঁ (নমঃ) জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

অর্থাৎ—হে জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কাশ্যপ তনয়! হে মহা তেজোময়! হে সর্বপাপ ধ্বংসকারী এবং সর্বানিষ্ঠ দূরকারী! হে দিবাকর! তোমাকে আমি প্রণাম করি।

অতঃপর তর্পণের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—করযোড়ে পাঠ করিবেন। (ইহা সকলেরই পাঠ্য) যথা—"ওঁ (নমঃ) কৃতৈতৎ তর্পণকর্মাচ্ছিদ্র মস্তু।"

বৈগুণ্য সমাধান—দক্ষিণহস্তে একগণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া সকলেই পাঠ করিবেন। যথা—

"কৃতৈতৎ তর্পণ কর্মাঙ্গভূত যদ্ যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নাম স্মরণমহং করিষ্যে।"

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া দশবার "শ্রীবিষ্ণুঃ" নাম জপ করিবেন।

—ইতি মহালয়া বিধিক তর্পণ সমাপ্ত—

বিভিন্ন তর্পণবিধি / বৈষ্ণব তর্পণবিধি

বৈষ্ণবগণ যথাবিধি তিলকধারণ ও শিখাবন্ধনাদি পূর্বক দুইবার "ওঁ (নমো) বিষ্ণুঃ, ওঁ (নমো) বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে আচমন করিবেন। তৎপরে

বিষ্ণুস্মরণাদি ও অন্যান্য কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পূর্বমুখে বসিয়া দৈবতীর্থ অর্থাৎ অন্বারব্ধ অর্থাৎ অঞ্জলিবদ্ধভাবে রাখিয়া অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠপূর্বক প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি জলদানপূর্বক তর্পণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—

"ওঁ (নমো বা) পরমগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরাপরগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ নারদং তর্পয়ামি। ওঁ পর্বতং তর্পয়ামি। ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি। ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি। ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি। ওঁ দারুকং তর্পয়ামি। ওঁ বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি। ওঁ শৈনেয়ং তর্পয়ামি।"

এইভাবে তর্পণ করিবার পর—"ওঁ গুরুং তর্পয়ামি" বলিয়া নিজ গুরুর তর্পণ করিবেন।

তাহার পর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া—"অমুক দেবং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবেন। অমুক দেবং স্থানে ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণ করিবেন। অতঃপর গুরুর যাহা নির্দেশ আছে, তদনুযায়ী অন্যান্য কার্য সমাধা করিবেন।

শৈব তর্পণবিধি

যথারীতি আচমনাদি পূর্বক উত্তরমুখে বসিয়া অসুবিধা স্থলে পূর্বমুখে বসিয়া যে মন্ত্রে দীক্ষিত, সেই দেবতার মূলমন্ত্র পাঠপূর্বক—"অমুক দেবং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবেন।

শাক্ত তর্পণবিধি

শাক্তগণ যথাবিধি আচমনাদি করিয়া উত্তর বা পূর্বমুখে বসিয়া যে মন্ত্রে দীক্ষিত, সেই দেবীর মূলমন্ত্র পাঠপূর্বক—অমুক দেবীং (ইষ্টদেবতার নাম) উচ্চারণ করিয়া "তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবেন।

তান্ত্রিক তর্পণবিধি

তান্ত্রিকসন্ধ্যায় ধ্যানের পরেই তর্পণ করিবার বিধি আছে। যাঁহারা তান্ত্রিকসন্ধ্যার অধিকারী, তাঁহারা সন্ধ্যা করিবার পরেই তর্পণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই তিনবার করিয়া তর্পণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ দেবাং স্তর্পয়ামি। ওঁ ঋষীং স্তর্পয়ামি। ওঁ পিতৃণ্স্তর্পয়ামি। ওঁ মনুষ্যং স্তর্পয়ামি। ওঁ গুরুং স্তর্পয়ামি॥"

অতঃপর ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্র পাঠপূর্বক—"ওঁ অমুক দেবতাং (দেবীং বা) তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবেন। তাহার পর "আবরণ দেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবেন।

প্রেত-তর্পণ

যাঁহাদের পিতা জীবিত আছেন, তাঁহাদের তর্পণে অধিকার নাই। কিন্তু প্রেত-তর্পণে সকলের অধিকার আছে।

সামবেদীয়—"অমুকগোত্রং প্রেতং অমুক দেবশর্মাণং সতিলোদকেন (সতিলগঙ্গোদকেন বা) তর্পয়ামি" বলিয়া একবার জল দিবেন।

যজুর্বেদীয়—"অমুকগোত্রঃ প্রেত অমুক দেবশর্মণ্ এতত্তে সতিলোদকং (সতিলগঙ্গোদকং বা) তৃপ্যন্তু" বলিয়া একবার জল দিবেন।

ঋগ্বেদীয়—"অমুকগোত্রঃ প্রেত অমুক দেবশর্মাণং এতত্তে সতিলোদকং (সতিলগঙ্গোদকং বা) তস্মৈতে নমঃ" বলিয়া একবার জল দিবেন।

শূদ্রপক্ষে—"অমুকগোত্রঃ প্রেত অমুক দাস (স্ত্রীলোক পক্ষে—অমুক গোত্রায়া প্রেতায়া অমুকী দাসীং) এতত্তে সতিলোদকং (সতিলগঙ্গোদকং বা) তৃপ্যন্তু।"

—সমাপ্ত—